প্রতিবেদন

ভিক্ষু হত্যা মামলা

মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত সাকাচৌর দুই ক্যাডার ঘুরছে প্রকাশ্যে

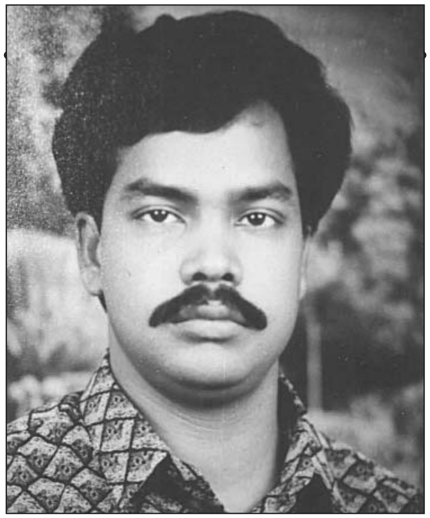

ivDRv‡bi †eŠ× wf¶ Ávb‡R¨wZ nZ¨vKv‡Ûi wKjvi M“‡ci †bZv AwRRj nK

লিখেছেন **সুমি খান**

রাউজানের বৌদ্ধভিক্ষু অধ্যক্ষ জ্ঞানজ্যোতি হত্যা মামলার মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামি যুদ্ধাপরাধী সাকা চৌধুরীর ক্যাডার জহির (জহুর) মানিক রাউজানের বিভিন্ন এলাকায় সন্ত্রাস করে দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় চলে যাচ্ছে। এমন অভিযোগ শিকার করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাহাঙ্গীর আলম মাতুব্বর। গত ৬ সেপ্টেম্বর সকালে ২০০০কে তিনি বলেন, 'চট্টগ্রাম জেলার প্রায় সব এলাকার শীর্ষ সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার প্রচেষ্টায় আমরা সফল হচ্ছি। কেবল রাউজানে সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসীরা আস্তানা গেড়ে রয়েছে। এর মধ্যে ভিক্ষু হত্যার মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত দুই আসামি জহুর মিয়া ও মানিক ছাড়াও রয়েছে শীর্ষ সন্ত্রাসী জানে আলম। গত ক'দিনের চেষ্টায় রাতভর একটানা অভিযান চালিয়েও তাকে ধরতে পারিনি। উল্টো সে আমাদের এক সোর্সকে মারাত্মক আহত করেছে। সে মেডিকেল সঙ্গীন অবস্থায় রয়েছে।'

উল্লেখ্য, জানে আলমও সাকা চৌধুরীর ক্যাডার। সাকা চৌধুরীর ক্যাডার বাহিনী প্রকম্পিত করে রেখেছে রাউজান। পুলিশ এবং র‌্যাব যৌথ অভিযান চালাচ্ছে জেলাজুড়ে। ভাষাতেই যেন সবচেয়ে স্পর্শকাত প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সাকা চৌধুরীর ক্যাডার বাহিনী অধিকৃত রাউজান।

রাউজানে একচ্ছত্র আধিপত্য চালিয়ে যাচ্ছে সাকার ক্যাডার বাহিনী। বিএনপি উত্তর জেলা সভাপতি গোলাম আকবর খোন্দকার পশুসম্পদ মন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল নোমানের সমর্থক। প্রশাসনের প্রভাব খাটিয়ে তারা চেষ্টা করছেন সাকা বাহিনীকে ঘায়েল করার। উল্লেখ্য, ভিক্ষু হত্যা ঘটনার পর তার শেষকৃত্যানুষ্ঠানে জাপানি দূতাবাস মিনিস্টার বিল্ট কাজু ওতা বলেছিলেন, 'এই হত্যাকান্ডে জাপান সরকার উদ্বিগ্ন এবং বৌদ্ধদের ওপর বাংলাদেশে অত্যাচারের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে জাপান সরকার। প্রতিবাদ হয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে। এ প্রেক্ষিতে এ হত্যা মামলার রায় অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাবে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত দুই আসামিমুক্ত থেকে জনগণকে শঙ্কিত রাখলে। প্রশাসনকে সক্রিয় হতে হবে এদের গ্রেপ্তারে।

২১ এপ্রিল ২০০২ মধ্যরাতে শয়নকক্ষে নৃশংসভাবে নিহত হন ওয়ারাপুঁঞা অনাথালয়ের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ জ্ঞানজ্যোতি মহাস্থবির। এ নির্মম হত্যাকান্ডের ছ'মাসের মাথায় ২১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের পাহাড়তলী থানা এলাকা থেকে একে-৪৭ রাইফেল ও গুলিসহ গ্রেপ্তার হয় সাকা ক্যাডার এলাইচ মোহাম্মদ। ২২ ডিসেম্বর ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে এলাইচ বলে, সে সাকা চৌধুরীর ক্যাডার এবং বেশকিছু হত্যাকান্ডসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী তৎপরতায় তারা জড়িত।

ভিক্ষু হত্যাকান্ড প্রসঙ্গে এলাইচের বক্তব্য, সাকা চৌধুরীর ডান হাত বলে পরিচিত আজিজুল হক আজিজ্যা এ হত্যাকান্ডের ৪-৫ দিন আগে এ ব্যাপারে মিটিং করে। এ সময় আজিজ্যার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে হত্যার পরিকল্পনা নেয়া হয়। সেই অনুসারে ২১ এপ্রিল ২০০০ রাতে আজিজুল হক চায়নিজ রাইফেল, জহির কাটা রাইফেল, গিয়াস ২০ ইঞ্চি লম্বা ছুরি এবং এলাইচ একটি এলজি হাতে আশ্রমে প্রবেশ করে। এ সময় তাদের নির্দেশ মতোই আশ্রমের শিক্ষক পুতুল বড়ুয়া দরজা খুলে দেয়। ভেতরে ঢুকতে গিয়ে কিশোর মহানাম শ্রমন সামনে পড়ে যাওয়ায় চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। শ্রমনকে পিলারের সঙ্গে বেঁধে রেখে সবাই ভিক্ষুর কক্ষে প্রবেশ করে। এলাইচ বলে, 'আমি এবং মানিক ভিক্ষুর পা চেপে ধরি। পুতুল মাস্টার ও জহির ভিক্ষুর হাত চেপে ধরে। আজিজ্যার নির্দেশে গিয়াসের হাত থেকে ২০ ইঞ্চি লম্বা ছুরিটি নিয়ে আমি এলাইচ মোহাম্মদ ভিক্ষুকে জবাই করে হত্যা করি।...'

২২ ডিসেম্বর ২০০২ আদালতে ১৬৪ ধারার এ জবানবন্দি নির্মম হত্যাকান্ডের তদন্ত কাজ অনেকটাই এগিয়ে নেয়। এ হত্যা মামলার রহস্য উন্মোচিত হয়ে যায় সেদিন। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কামরুজ্জামানের আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণের পর তদন্ত কার্যক্রমে ৩৭ জনকে সাক্ষী করা হয়। এর মধ্যে ৭ জন এ মামলার প্রধান আসামি আজিজ্যার শ্বশুর-শাশুড়িসহ নিকটাত্মীয় হওয়ায় তাদের সাক্ষ্য আদালত নেয়নি। অন্যদের মধ্যে ১৯ জন বেসরকারি কর্মকর্তা।

২০ একরের মতো অনাথ আশ্রমের এ জায়গাটির প্রতি লোভ ছিলো অনেকের। সুপরিকল্পিত এ অনাথ আশ্রম মৎস্য খামার, মেহগনি বাগান, ডেইরি ফার্মসহ ৭টি সুদূরপ্রসারী কর্মসূচি নিয়ে '৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৯৪ জন অনাথ ছেলেমেয়ের জীবন-জীবিকা অনিশ্চিত হয়ে গেছে এ হত্যাকান্ডে। দেশ-বিদেশে উঠেছে নিন্দার ঝড়।

যুদ্ধাপরাধী সাকা চৌধুরীর ক্যাডার বাহিনীর অধিকৃত এ ক্রাইম জোনে কার নির্দেশে এ হত্যাকান্ড তার চেয়েও বেশি আলোচিত নৃশংসতার পর অভব্য সাকা চৌধুরীর অশালীন ভাষায় নিহত ভিক্ষুর নামে মিথ্যাচার। যে মিথ্যাচারে অংশ নিয়েছে কিছু সংবাদপত্রও। যার মাসুল দিতে হয়েছে অনাথ কিশোরী এবং ভিক্ষুর ছোট ভাইয়ের স্ত্রী নিপু বড়ুয়াকে পুলিশ হেফাজতে নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে। নিপু বড়ুয়া এখনো মানসিক ভারসাম্য ফিরে পাননি। পুলিশ হেফাজতে ইলেক্ট্রিক শক্‌সহ নানা রকম নির্যাতনের পর দীর্ঘদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। অনাথালয়ের অনাথ কিশোরীদের প্রচন্ড মারধর করে আশ্রম থেকে তুলে নিয়েছে পুলিশ। দিনের পর দিন নির্যাতন চালিয়ে চেষ্টা করেছে ঘটনার মোড় অন্য কোনো দিকে নেয়ার। সব যেন পন্ড করে দিয়েছে এলাইচ মাহমুদের ১৬৪ ধারার জবানবন্দি। অন্যায় নির্যাতনে অনিশ্চিত হয়ে গেছে অনাথ দুই কিশোরী এবং নিপু বড়ুয়া ও তার শিশুকন্যার ভবিষ্যৎ।

২১ এপ্রিল মধ্যরাতের হত্যাকান্ডের নৃশংসতার পর ২২ এপ্রিল '০২ নিহত ভিক্ষুর ভাই সুলাল বড়ুয়া বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলার তদন্তে নানা ফাঁক থাকে। ৪ মে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সেই মুহূর্তে (সকাল ১০টা ৫০ মি.) মামলা সিআইডিতে হস্তান্তর করেন। ৬ আগস্ট '০৩ আজিজুল হককে প্রধান আসামি করে চার্জশিট দেন এএসপি এএনএম মহিউদ্দিন, চার্জশিটভুক্ত আসামি সাকা চৌধুরীর ক্যাডার গিয়াস রাউজান ফরেস্ট অফিসের সামনে চাঁদাবাজি করতে গিয়ে গণপিটুনিতে নিহত হয় গত বছর রমজানের আগের দিন।

PvÂj¨Ki ‡eŠ×wf¶ Ávb‡R¨wZ nZ¨v gvgjvi iv‡q dvwmi Av‡`kcvß `aI mš¿vmx AwRRj nK AwRR¨v (ev‡g gL XvKv), GjvBP I bi“j Bmjvg (Uwccciv)

চার্জশিটভুক্ত প্রধান আসামি সাকা চৌ: ক্যাডার আজিজ্যা গ্রেপ্তার

১২ মে '০৪ বুধবার ভোরে রাউজান থানা যুবদল সভাপতি সাকার ক্যাডার আজিজুল হক আজিজ্যা দুটি একে-৪৭ রাইফেল, বিপুল পরিমাণ দেশী-বিদেশী অস্ত্র, দু'জন দেহরক্ষী দুই সহযোগী ক্যাডারসহ গ্রেপ্তার হয়। রাঙ্গামাটির খাগড়া জোনের মেজর আবদুস সামাদের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর শক্তিশালী একটি দল ১১ মে মঙ্গলবার গভীর রাতে কাউখালী উপজেলার সীমান্ত সংলগ্ন জাবুয়া রাবার বাগান এলাকায় অভিযান চালিয়ে সন্ত্রাসীদের আস্তানা ঘিরে ফেলে। বুধবার ভোরে সেনা ও পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে সন্ত্রাসী আজিজ্যা বাহিনী বিভিন্ন মসজিদের মাইকে অন্য সন্ত্রাসীদের নির্দেশ দেয় সেনা ও পুলিশ বাহিনী প্রতিরোধের জন্য। এ নির্দেশ পেয়ে বিভিন্ন দিক থেকে পাল্টা হামলার চেষ্টা করে সন্ত্রাসীরা। এ সময় সেনা-পুলিশ সদস্যদের গুলির মুখে পালিয়ে যায় সন্ত্রাসীরা। সারা রাত দুই পাহাড়ের উপত্যকায় আজিজ্যা বাহিনীর আস্তানা ঘিরে রাখে সেনা ও পুলিশ বাহিনী। সকালে পাহাড়ের খাদে গোপন আস্তানা থেকে আজিজ্যা (৩২), দেহরক্ষী আবুল কাসেম (মুন্না), ফরিদ সওদাগর, মোঃ মহসিন, মোঃ হায়দারকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের স্বীকারোক্তি মতো তল্লাশি চালিয়ে ঐ আস্তানা থেকে উদ্ধার হয় ২টি একে-৪৭, ১টি টু টু বোর রাইফেল, ২টি শটগান, ১টি কাটা রাইফেল, ৬টি ম্যাগাজিন (একে-৪৭-এর গুলি ভর্তি), ১২৮ রাউন্ড একে-৪৭-এর গুলি, ৩২ রাউন্ড এম-১৬ রাইফেলের গুলি, একটি এম-১৬ রাইফেলের বেল্ট, সন্ত্রাসীদের ব্যবহারের ১টি মোটরসাইকেল, ২টি মোবাইল ফোন, ১টি টেপ রেকর্ডার, ১টি স্টপ ওয়াচসহ বিপুল পরিমাণ দেশী ধারালো অস্ত্র।

আজিজ্যার উত্থান

রাউজানের হিঙ্গলার আবদুল মোনাফের পুত্র আজিজ্যা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই সাকা চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ ক্যাডারে পরিণত হয়েছে। সাবেক এনডিপি ক্যাডার আজিজ্যা '৯৬-এর সংসদ নির্বাচনের আগে পুরো বাহিনী নিয়ে সাকা চৌধুরীর সঙ্গে বিএনপিতে যোগ দেয়। '৯৪তে পুরানা পল্টনের সাবেক এনডিপি অফিস থেকে সন্ত্রাসের দায়ে গ্রেপ্তার হয়। '৯৬তে জামিন পায়। এরপর যতো হত্যা, সন্ত্রাস, অপহরণ, চাঁদাবাজিতে নেতৃত্ব দিয়ে দীক্ষাগুরু সাকাচৌর ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে '৯৭তে মধ্যপ্রাচ্য চলে যায়। প্রবাসী অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, নারী ব্যবসা, হোটেল ব্যবসায় বিপুল অর্থ উপার্জন করে দেশে ফেরে ২০০১-এর নির্বাচনের আগে। আবারও সক্রিয় হয় সন্ত্রাসের নেতৃত্বে। তারই ধারাবাহিকতায় অধ্যক্ষ জ্ঞানজ্যোতি মহাথেরোকে বারবার চাঁদার দাবিতে অতিষ্ঠ করে তোলে পুরো জায়গা দখলের পরিকল্পনাও তার মাথায় ঘোরে। ভিক্ষু হত্যার মাধ্যমে পথের কাঁটা সরানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

আজিজ্যার বিরুদ্ধে রাউজান থানায় হত্যা, সন্ত্রাস, অপহরণসহ বিভিন্ন অপরাধে ১৫টি মামলার খোঁজ পেয়েছে পুলিশ। তবে আরো মামলা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বলে পুলিশ জানায়। জাবুয়া এলাকায় দু'জন ফরাসি প্রকৌশলী অপহরণের অভিযোগ রয়েছে আজিজ্যার বিরুদ্ধে। সাকা চৌধুরীর ডান হাত হিসেবে পরিচিত আজিজ্যা চট্টগ্রাম এবং রাঙ্গামাটি সীমান্তবর্তী পাহাড়ি এলাকায় এ গোপন আস্তানায় থেকে চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে ব্যবসায়ীসহ অন্যদের অপহরণ করে এনে বন্দি করে রাখতো। পরবর্তীতে মুক্তিপণ আদায় হলে তাদের ছেড়ে দেয়া হতো বলে সূত্রে প্রকাশ। তার ভয়ে রাউজানের প্রতিপত্তিশালী অনেকেই ভিটেমাটি ছাড়া হয়েছেন। চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি মোটর মালিক শ্রমিক সমিতি কার্যালয় আজিজ্যার আতঙ্কে রাউজান থেকে চট্টগ্রাম শহরে স্থানান্তর করতে হয়েছে। রাবার বাগান ও পাশের কলমপতি বিটের আওতাধীন সংরক্ষিত বনাঞ্চলের সরকারি বনকর্মীদের গাছের সঙ্গে বেঁধে গাছ কেটে নেয় আজিজ্যা বাহিনী। এলাকার সালিশ বিচারে থাকে তার আধিপত্য, অপারেশন ক্লিন হার্ট চলাকালেও ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী আজিজ্যা। সেনা সূত্রে প্রকাশ, ১২ মে '০৪ জাবুয়া রাবার বাগান ও সন্দ্বীপপাড়া এলাকায় সন্ত্রাসী তৎপরতা চালানোর উদ্দেশ্যে তারা ১১ মে জড়ো হয়েছিলো। আজিজ্যার গ্রেপ্তারে যেন স্বস্তি নেমেছে কিছুটা। তাকে সেনাবাহিনী কাউখালী আনার পথে বেশকিছু নারী-পুরুষ রাস্তা অবরোধ করে তাকে দেখে। রায় ঘোষণার দিন আদালতে আজিজ্যা রুমাল দিয়ে মুখে ঢেকে রাখে। তার বিশ্বাস, তার গুরু সাকা চৌধুরী তাকে জামিনে মুক্ত করে আনবে। আবার সশস্ত্র সন্ত্রাসী আজিজ্যা শুরু করবে তার সন্ত্রাস!

পুলিশের খাতায় পলাতক মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত দুই আসামির মধ্যে মানিক রাউজানের ইয়াছিননগরের নূর আলীর পুত্র। ২০০১ থেকে সাকা চৌধুরীর ক্যাডার বাহিনীতে আজিজ্যার সঙ্গে থাকে। আজিজ্যা গ্রেপ্তার হবার পর তার ক্ষমতা একদিকে দলের ভেতর বেড়ে যায়। অন্যদিকে শীর্ষ নেতার অভাবে অস্ত্রের শক্তি কিছুটা দুর্বল হয়। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজির অব্যাহত তৎপরতায় চেষ্টা করছে শীর্ষ ক্যাডার পদ দখলে। ভিক্ষু হত্যায় সম্পৃক্ততা তার বিশাল অভিজ্ঞতা যেন! তার বিরুদ্ধে ১০টির মতো মামলা রয়েছে বলে জানা যায়। জহির মিয়া হিঙ্গলা গ্রামের আবুল খায়েরের পুত্র। '৯১ থেকে সাকা চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ ক্যাডার হিসেবে সব তৎপরতায় অংশ নিয়েছে। আজিজ্যা গ্রেপ্তার, এলাইচের স্বীকারোক্তি কিছুটা কৌশলী করেছে। গভীর পার্বত্য এলাকায় আস্তানা গড়েছে। প্রয়োজন মতো বেরিয়ে এসে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি চালিয়ে যাচ্ছে। এরা এ পর্যন্ত গ্রেপ্তার না হওয়ায় এদের ছবিও পাওয়া যায়নি কোথাও।

এ দু'জন প্রসঙ্গে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাহাঙ্গীর আলম মাতুব্বর কিছুটা অসহায়ত্ব প্রকাশ করে বলেন, 'আমি শুনেছি রাউজান এলাকায় প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা চেষ্টা করছি। তবু কিভাবে যে এরা পালিয়ে যায়! বেশ কয়েকবার রেহাই দিয়েছি। আবার চেষ্টা করছি, দেখা যাক, কতোটা পারি।' অভিযোগ উঠেছে এ দু'জন অব্যাহত হুমকির মাধ্যমে সাক্ষী এবং ভিক্ষুর শুভানুধ্যায়ীদের রায়ের দিন আদালতে যাওয়া থেকে বিরত রাখে। এখনো তাদের বিরুদ্ধে হত্যা প্রচেষ্টা এবং অব্যাহত হুমকির অভিযোগ রয়েছে। জেলা পুলিশের একাধিক কর্মকর্তা স্বীকার করলেন এ অভিযোগের সত্যতা। এ দুই আসামির গ্রেপ্তারে প্রশাসনের ব্যর্থতা শঙ্কিত রেখেছে স্থানীয়দের।

আদালতের রায়ে চার্জশিটভুক্ত ছয় আসামির মৃত্যুদন্ড

চট্টগ্রামের প্রথম অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন চার্জশিটভুক্ত সাত আসামির মধ্যে জীবিত ছয় আসামির প্রত্যেককে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ডের আদেশ দিয়েছেন গত ২৯ আগস্ট রোববার। ২০ কার্যদিবসে। ৭৬ পৃষ্ঠার এ রায়ের পর্যালোচনা ও আদেশের অংশে বিচারক বেলায়েত হোসেন বলেন, 'বৌদ্ধ ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি মহাথেরো মানবতার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে তিনি সেখানে অনাথদের থাকা, খাওয়া ও লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছেন। এমন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে আসামিরা সুপরিকল্পিত ও নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। মামলার এজাহার, চার্জশিট ও সাক্ষ্য-প্রমাণে প্রসিকিউশান আসামিদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে পেরেছে। এ কারণে আসামিদের দৃষ্টান্তমূলক ও সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদন্ড দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে আদালত।